জাতীয় উদ্বোধন

ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি (ও.আর.টি) কমিউনিকেশন ক্যামপেইন

ডায়রিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

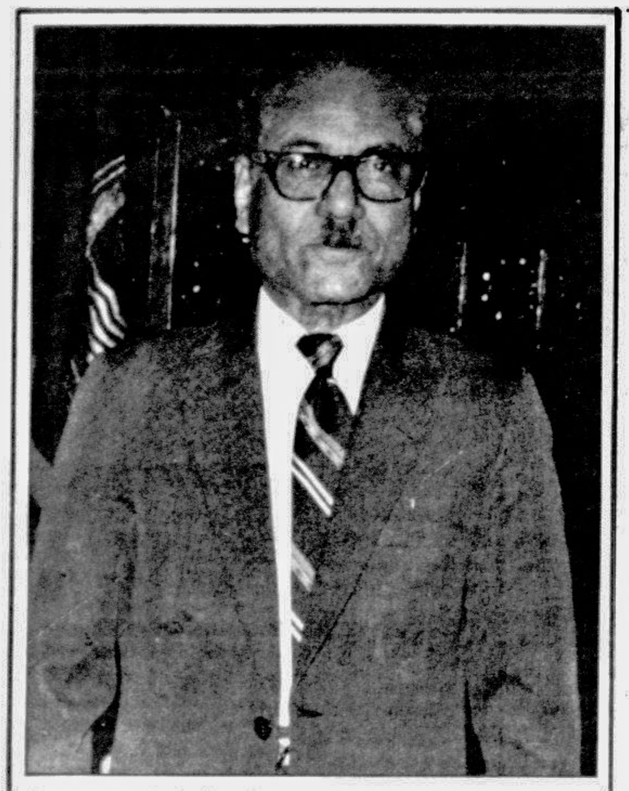

বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ডায়রিয়াজনিত পানিস্বল্পতা প্রতিরোধকল্পে "ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি (ও আর টি) কমিউনিকেশন ক্যামপেইন" নামে একটি সামাজিক আন্দোলন চালু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ শিশু ডায়রিয়াজনিত পানিস্বল্পতায় মৃত্যুবরণ করে। শুধুমাত্র 'ও আর টি' ব্যবহারে এই অনাকাঙ্খিত শিশু মৃত্যু হার সহজেই রোধ করা সম্ভব। এই আন্দোলনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য সেবার কাজে নিয়োজিত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট সকলে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে শিশুর অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি কমিউনিকেশন ক্যামপেইন-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ও.আর.টি কমিউনিকেশন ক্যামপেইন

অধ্যাপক এ, কে, শামসুদ্দীন সিদ্দিকী
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ভূমিকা

ডায়রিয়া বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। দেশের মোট শিশু মৃত্যুর প্রায় চার ভাগের এক ভাগ ঘটে ডায়রিয়ায়। প্রতি বছর ১,২৫,০০০ শিশু ডায়রিয়ায় মারা যায় এবং প্রতিটি শিশু বছরে গড়ে ৩.৫ বার ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডায়রিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ডায়রিয়ায় শিশু মৃত্যু কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সাল থেকে কাজ করে আসছে। ডায়রিয়ার সঠিক চিকিৎসা প্রদান নিশ্চিত করে মৃত্যুরোধ করাই হচ্ছে এই প্রকল্পের প্রধান কর্মকৌশল। দেশের সকল সরকারী হাসপাতালগুলিতে ও.আর.টি কর্ণার স্থাপন করে ও চিকিৎসক এবং প্যারামেডিকসদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ডায়রিয়া চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে উন্নীত হয়েছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, হাসপাতালে ডায়রিয়া রোগীর মৃত্যুহার একেবারেই কমে এসেছে। প্রায় সব মৃত্যুই ঘটছে বাড়ীতে। ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি বা ও.আর.টি এই মৃত্যু কমিয়ে আনতে পারে। এটি ঘরে বসেই সম্ভব। শুধু প্রয়োজন এ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার। ও.আর.টি কমুনিকেশন ক্যামপেইন হচ্ছে দেশে ও.আর.টি'র ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও.আর.টি সম্পর্কিত তথ্যাবলীর ব্যাপক প্রচার অভিযান।

ও.আর.টি. কি?

ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি বা ও.আর.টি হচ্ছে বাড়ীতে ডায়রিয়া রোগীর জন্য করণীয় সঠিক চিকিৎসা। ডায়রিয়ার ফলে শরীর থেকে যে পরিমাণ পানি ও লবণ বেরিয়ে যায় মুখে তরল খাবার খাইয়ে এই ঘাটতি পূরণ করাই হচ্ছে ও.আর.টি'র মৌলিক ধারণা। সেই সাথে স্বাভাবিক খাবারও চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কারো ডায়রিয়া হলে বাড়ীতেই এই চিকিৎসা তাৎক্ষণিকভাবে শুরু করা বাঞ্ছনীয়। শতকরা ৯০ ভাগ ডায়রিয়া রোগীই এই চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে এবং ডায়রিয়া জনিত শিশু মৃত্যুর শতকরা ৭০ ভাগ চিকিৎসার মাধ্যমে রোধ করা সম্ভব। ও.আর.টি'র ৩টি মূলনীতি হলোঃ-

*ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুকে বার বার বেশী বেশী তরল জাতীয় খাবার খাওয়ানো।

*ডায়রিয়া চলাকালীন সময় ও আরোগ্য লাভের পর মায়ের বুকের দুধ সহ অন্যান্য খাবার চালু রাখা।

*শিশুর অবস্থা খারাপ হলে শিশুকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা কোন স্বাস্থ্য কর্মীর নিকট নিয়ে যাওয়া।

ও.আর.টি. ক্যামপেইনের উদ্দেশ্য

দেখা গেছে আমাদের দেশের প্রায় সবাই (শতকরা ৯৬ জন) ও.আর.টি সম্পর্কে জানে কিন্তু শতকরা মাত্র ৪৫ জন সঠিক-ভাবে (প্রয়োজনীয় পরিমাণ বেশী বেশী তরল খাবার খাওয়ানো) ব্যবহার করেন। সঠিক ব্যবহার-কারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিই হচ্ছে এই ক্যামপেইনের মূল উদ্দেশ্য।এটি সম্ভব শিশু পরিচর্যাকারীদের অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে। আশা করা হচ্ছে যে, ও.আর.টি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের পর শিশু পরিচর্যাকারীদের মনে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হবে এবং তাদের অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটবে। ও.আর.টি'র ব্যবহার অন্যান্য পারিবারিক সাধারণ অভ্যাসের মতই গড়ে তোলা, ও.আর.টি ডায়রিয়া বন্ধ করে না কেবল পানিস্বল্পতা পূরণ করে কিন্তু শিশুকে বাঁচিয়ে রাখে এই বিশ্বাস সকলের মনে গেঁথে দেয়া এবং ডায়রিয়া হলেই দেরী না করে এটি শুরু করা বাঞ্ছনীয়-এই সবই হচ্ছে এই ক্যামপেইনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ক্যামপেইনের কর্ম কৌশল

আয়তন ও প্রকৃতিগত বিবেচনায় ও.আর.টি কমিউনিকেশন ক্যামপেইন একটি বিশাল ও জটিল কর্মকান্ড। এই বিশালত্ব ও জটিলত্ব আমরা বুঝতে পারবো যদি এর প্রধান দুটি চ্যালেঞ্জকে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি। একটি হচ্ছে দেশের ৬৮ হাজার গ্রামে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ২ কোটি পরিবারের প্রতিটি ঘরে ঘরে এই বার্তা পৌছে দিতে হবে। অন্যটি হচ্ছে ডায়রিয়া চিকিৎসায় প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলি অপসারণ করে সঠিক ধারণার ভিত্তিতে সঠিক অভ্যাসের প্রচলন করা। এই চ্যালেঞ্জ দুটি উত্তরণের জন্য যে কর্মকৌশল সমূহ অনুসরণ করা হবে সেগুলো হচ্ছে-

*ও.আর.টি'র ব্যবহারকারী কর্তৃক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে অনাগ্রহীদের উৎসাহিত করা।

*গতানুগতিক প্রচার অভিযানের প্রচলিত ধারার বাইরে এসে নতুন আঙ্গিকে, নতুন ধারায় আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করে বার্তা প্রচার করা।

* সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহের যৌথ অংশীদারিত্ব এবং অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করা।

* এই বিশাল কর্মকান্ড একা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় যদিও স্বাস্থ্য বিভাগের ভূমিকা মুখ্য, তথাপি বিভিন্ন বিভাগের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই কার্যক্রমকে সাফল্য-মন্ডিত করার চেষ্টা করা।

* বার্তা প্রচারের মাধ্যম হিসাবে যদিও গণমাধ্যম বিশেষত ঃ বেতার ও টেলিভিশনের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে তবে গণমাধ্যম ব্যবহারের পাশাপাশি বার্তা প্রচারের মাধ্যম হিসাবে এই ক্যামপেইনে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।

* বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন একই ধরনের প্রচেষ্টা আরও গতিশীলতার মাধ্যমে সমন্বিত করে এর ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠা করা।

কমিউনিকেশন ক্যামপেইন প্যাকেজ সমূহ

এই ক্যামপেইনের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠি হচ্ছে শিশু পরিচর্যাকারীগণ। তাই বহুমুখী প্রচেষ্টায় বিভিন্ন চিহ্নিত জনগোষ্ঠি যাদের মাধ্যমে শিশু পরিচর্যাকারীদের নিকট বার্তা পৌছানো হবে তাদের জন্য যোগাযোগ সামগ্রী তৈরী করা হয়েছে। এই যোগাযোগ সামগ্রীগুলি উক্ত জনগোষ্ঠি সমূহের নিজস্ব কার্য ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রচারে এবং কাজে প্যাকেজগুলি বহুমাত্রিক।

ক্যামপেইনের বার্তা ব্যবহারকারীদের জন্য ৯ (নয়)টি প্যাকেজ তৈরী করা হয়েছে ঃ

* মাঠ কর্মী (স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং এনজিও) প্যাকেজ।
* গ্রাজুয়েট ডাক্তার (সরকারী ও বেসরকারী) প্যাকেজ।
* গ্রাম ডাক্তার প্যাকেজ।
* স্কুল প্যাকেজ।
* স্কাউট এবং গার্ল গাইড প্যাকেজ।
* ধর্মীয় নেতা প্যাকেজ।
* গ্রাম্য প্রভাবশালী (মানী) ব্যক্তিদের জন্য প্যাকেজ।
* শিশু পরিচর্যাকারী প্যাকেজ।
* গণমাধ্যম প্যাকেজ।

প্যাকেজ সমূহের বৈশিষ্ট্য ও যৌক্তিকতাঃ

সব প্যাকেজের বার্তা সামগ্রীগুলি এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে করে তা বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম (গণ বা আন্তঃব্যক্তিক) দ্বারা একই মানে পারস্পরিক সমর্থনযোগ্য বার্তায় উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠির দোর গোড়ায় পৌছে দেয়া যায়।

* মাঠ কর্মী (স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং এনজিও) প্যাকেজঃ স্বাস্থ্য বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ এবং ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত এনজিও সমূহের মাঠ কর্মীগণ এই প্যাকেজ ব্যবহার করে গ্রামে তাদের কাজের এলাকায় ও.আর.টি শিক্ষা সভা করবেন। দেশে এই সব মাঠ কর্মীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। মাঠ কর্মীগণ তাদের নিয়মিত কাজের অংশ হিসাবেই এটি করবেন।

* গ্রাজুয়েট ডাক্তার (সরকারী ও বেসরকারী) প্যাকেজ ঃ শিশুর ডায়রিয়া হলে শিশু পরিচর্যাকারীগণ চিকিৎসার প্রয়োজনে ডাক্তারের কাছে গিয়ে থাকেন। ডাক্তারগণ চিকিৎসার পাশাপাশি ও.আর.টি সংক্রান্ত বার্তা সমূহও যেন সরবরাহ করেন সেজন্য তাদের উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে এই প্যাকেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

*গ্রাম ডাক্তার প্যাকেজ ঃ গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৭০ ভাগ ডায়রিয়া রোগী প্রাথমিকভাবে চিকিৎসার জন্য গ্রাম ডাক্তারগণের কাছে শরণাপন্ন হয়। গ্রাজুয়েট ডাক্তারগণের মতো তারাও যেন চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীর পরিচর্যাকারীগণকে ও.আর.টি শিক্ষা প্রদান করেন সেজন্য অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে একটি প্যাকেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

* স্কুল (প্রাথমিক বিদ্যালয়) প্যাকেজঃ প্রাইমারী স্কুলের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে ব্যবহার উপযোগী এই প্যাকেজে রয়েছে একটি বই, আধা সের পানি মাপার একটি থলে, মীনা কার্টুন বই এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রশ্নোত্তরের খেলা এবং সঠিক পানির পরিমাপ ও ও.আর.এস প্রস্তুত বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি রয়েছে। শিশুরা যাতে আনন্দঘন পরিবেশে গতানুগতিক শিক্ষা গ্রহণ থেকে একটু ভিন্ন ভাবে ও.আর.টি সংক্রান্ত শিক্ষা পায় তার আয়োজন করা হয়েছে এই প্যাকেজে।

* স্কাউট এবং গার্ল গাইড প্যাকেজঃ আমরা জানি স্কাউট ও গাইডরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে একটি সংগঠিত দল। শিক্ষার পাশাপাশি নানা সমাজ সেবামূলক কাজে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। এই সংঘবদ্ধ ও উদ্যমি সংগঠনকে যেন ও.আর.টি বার্তা প্রচারে কাজে লাগানো যায় সেই উদ্দেশ্যে তাদের জন্য এই প্যাকেজটির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

* শিশু পরিচর্যাকারী প্যাকেজ ঃ এটি একটি সচিত্র লিফলেট। একজন অশিক্ষিত শিশু পরিচর্যাকারীও যেন শুধু ছবি দেখে ও.আর.টি শিক্ষা পায় বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষও যেন এটি পড়ে বুঝতে পারেন এবং ও.আর.টি শিক্ষা পেতে পারেন সেভাবেই এটি তৈরী।

* গ্রাম্য প্রভাবশালী (মানী) ব্যক্তিদের জন্য প্যাকেজ ঃ গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে গ্রামের সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং তাদের কথা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন এমন ব্যক্তিবর্গ যেমন- স্কুল মাষ্টার, ধর্মীয় নেতা, চেয়ারম্যান-মেম্বার ইত্যাদির জন্য এই প্যাকেজ। সংক্ষিপ্ত গল্প এবং চিত্র সমৃদ্ধ লিফলেট ডাকযোগে প্রেরণ করে এই সব ব্যক্তিবর্গকে উৎসাহিত করা হবে। যাতে তারা তাদের সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিশু মৃত্যু রোধের এই প্রচেষ্টায় ভূমিকা রাখতে পারেন।

* ধর্মীয় নেতা এবং মসজিদ প্যাকেজঃ মসজিদের বাইরের দেয়ালে টানানোর উপযোগী পবিত্র কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে একটি পোষ্টার এবং মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি পত্র এই প্যাকেজের সামগ্রী হিসাবে প্রেরণ করা হবে। এই প্যাকেজ সাধারণ মানুষের গভীর ধর্ম অনুভূতিতে শিশু মৃত্যু রোধে তাদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করবে বলে আশা করা যায়।

* গণমাধ্যম প্যাকেজ ঃ বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণযোগাযোগ মাধ্যমে নানাবিধ প্রচার অনুষ্ঠান, প্রকাশনা ইত্যাদির মাধ্যমে ও.আর.টি সংক্রান্ত প্রচার অভিযান চালানো হবে। গণমাধ্যমের এই তৎপরতার অন্যান্য প্যাকেজের কার্যক্রমকে পারস্পরিক সমর্থন যোগাবে। এতে করে অন্যান্য প্যাকেজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং ক্যামপেইনটি আপামর জনসাধারণের নিকট দৃষ্টিগোচর হবে।

ক্যামপেইনের কার্যধারা

আগামী আঠারো মাসে পর্যায়ক্রমে এই ক্যামপেইন বাস্তবায়ন করা হবে। ডায়রিয়ায় আক্রান্তের হার বেশী থাকে এমন তিনটি সময়ে এই ব্যাপক উদ্বুদ্ধকরণ এবং যোগাযোগ বাস্তবায়ন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে যাতে করে সফলভাবে দীর্ঘস্থায়ী অভ্যাসগুলি বদলানো সম্ভবপর হবে। ও.আর.টি বিষয়ক এই সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ আন্দোলন শুধুমাত্র বহু প্রত্যাশিত ডায়রিয়ার মৃত্যুহারই কমাতে সহায়ক হবে না উপরন্তু দেশে কার্যকর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচীর পূর্বশর্ত হিসাবে সমাজে বিরাজমান ক্ষতিকারক অভ্যাসগুলি বদলানোর সহায়ক শক্তি হিসাবেও কাজ করবে। সফলতার সকল সম্ভাবনা আমাদের বিদ্যমান যেমন - ও.আর.এস বাংলাদেশেই আবিষ্কৃত হয়েছে, তৃণমূল পর্যায়ের এক কোটি ত্রিশ লক্ষ ঘরে ও.আর.টি সম্পর্কিত স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এখানে রয়েছে ডায়রিয়া বিষয়ক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আছে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে সুসংগঠিত সামাজিক অবকাঠামো এবং সমাজের সকল শ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করার মতো অনেক সফল এবং স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। সর্বোপরি আছে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিশ্রুতি।

আমাদের হাতে রয়েছে ডায়রিয়ার বিরুদ্ধে সম্ভাবনাময় একটি দ্রুত এবং কার্যকর উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী যার সাফল্য নির্ভর করবে আমাদের আন্তরিক অঙ্গীকার, দৃঢ় ইচ্ছার ও সমন্বিত প্রচেষ্টার উপর। আমাদের সকলের সহযোগিতার হাত হোক শিশুর জীবন রক্ষার হাতিয়ার।

বাণী

ডায়রিয়া জনিত পানিস্বল্পতা প্রতিরোধ ও চিকিৎসার মাধ্যমে দেশে অনাকাংখিত শিশু মৃত্যু রোধে বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে "ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি (ও.আর.টি) কমিউনিকেশন ক্যামপেইন" শীর্ষক আঠারো মাস ব্যাপী একটি সামাজিক আন্দোলন চালু হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ডায়রিয়া চিকিৎসায় খাবার স্যালাইন ও অন্যান্য তরল খাবার মুখে খাইয়ে চিকিৎসা পদ্ধতি (ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি বা ও.আর.টি) ব্যাপকভাবে সমাজে গ্রহণীয় করার লক্ষ্যে ও.আর.টি-র বার্তা সমূহ বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা বহুল প্রচার এবং এর সার্বজনীন ব্যবহার নিশ্চিত করা এই কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য।

জাতিসংঘ প্রণীত শিশু সনদে ২০০০ সাল নাগাদ সার্বজনীন ও.আর.টি ব্যবহার দেশের শিশুদের স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ইতিপূর্বে নির্ধারিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ উক্ত সনদে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।

আমাদের দেশের মোট শিশু মৃত্যুর চার ভাগের এক ভাগ ঘটে ডায়রিয়ায়। শুধুমাত্র "ও.আর.টি"ই এই মৃত্যুহার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমিয়ে আনতে পারে। সার্বিক শিশু মৃত্যু রোধে ও.আর.টি একটি আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। এ জন্য প্রয়োজন ও.আর.টি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার। সরকার প্রত্যয়ের সঙ্গে ও.আর.টি কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

এই লক্ষ্যে "ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি (ও.আর.টি) কমিউনিকেশন ক্যামপেইন"টির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা হোক আজকের শিশুর জীবন রক্ষার অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

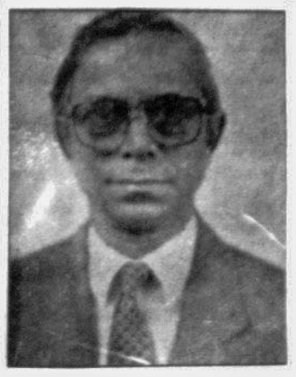

বাণী

ডায়রিয়া জনিত কারণে অকাল মৃত্যু রোধে ইউনিসেফের সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ডায়রিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের উদ্যোগে শুরু হতে যাচ্ছে "ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি (ও.আর.টি) কমিউনিকেশন ক্যামপেইন"। ক্যাম-পেইনটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ও.আর.টি'র সঠিক ব্যবহার বৃদ্ধি।

ডায়রিয়া বাংলাদেশের জন্য অন্যতম প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ৫ বছর বয়সের নীচের প্রতিটি শিশু গড়ে প্রতি বছর ৩.৫ বার ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশে প্রতি বছর যত সংখ্যক শিশু মারা যায় তার এক চতুর্থাংশই মারা যায় ডায়রিয়া রোগের কারণে। অথচ একথা অনস্বীকার্য যে, এই রোগের প্রকোপ যেমন মারাত্মক এই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতিও তেমনি সহজ। শুধুমাত্র ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি (ও.আর.টি) ব্যবহারের মাধ্যমে শতকরা প্রায় ৯০ জন ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুর জীবন রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, যদিও প্রায় সকলেই (৯৬%) ও.আর.টি সম্পর্কে জানেন অথচ মাত্র শতকরা ৪৫ জন লোক সঠিকভাবে এর ব্যবহার করেন।

আগামী ২০০০ সালের মধ্যে ও.আর.টি ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে ডায়রিয়া জনিত শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে, সার্বজনীন অঙ্গীকারের মাধ্যমে শুরু হতে যাচ্ছে ও.আর.টি কমিউনিকেশন ক্যামপেইন কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠ-কর্মীদের পাশাপাশি চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, এনজিও কর্মী, শিক্ষা বিভাগ, স্কাউট, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ধর্মীয় নেতা, পেশাজীবী সংগঠন এবং গণমাধ্যমের সহায়তায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের মাঝে ও.আর.টি-র মূল বার্তা সমূহ পৌছে দেয়ার জন্য এক ব্যাপক আয়োজন শুরু হয়েছে।

সমাজের সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারলে আশা করা যায় ডায়রিয়া চিকিৎসা পদ্ধতিতে নুতন দিগন্তের উন্মোচন হবে যা ডায়রিয়া জনিত মৃত্যু হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে এক ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এই প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য প্রয়োজন অব্যাহত গণসচেতনতা, সেবা প্রদানকারীগণের নিষ্ঠা এবং সমাজের সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ। ভবিষ্যত প্রজন্মের কল্যাণে আপামর জন-সাধারণকে এই বৃহত্তর কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসার অনুরোধ জানাই।

মোহাম্মদ আলী
সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে দেশব্যাপী "ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি (ও.আর.টি) কমিউনিকেশন ক্যামপেইন" শুরু হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ডায়রিয়া জনিত পানিস্বল্পতার কারণে আমাদের দেশে অকালে অনেক শিশুর মূল্যবান জীবন ঝরে যায়। ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি (ও.আর.টি) ডায়রিয়া চিকিৎসায় বিজ্ঞান সম্মত একটি কার্যকরী ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যার সঠিক ব্যবহারে এই লক্ষ লক্ষ অকাল মৃত্যু বহুলাংশে রোধ করা সম্ভব।

ডায়রিয়া জনিত শিশু মৃত্যুরোধে ও.আর.টি-র ব্যবহারের বার্তা সমূহ আমাদের সকলের সম্মিলিত এবং সমন্বিত প্রচেষ্টায় ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি (ও.আর.টি) কমিউনিকেশন ক্যামপেইনের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌছাতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস।

অকাল শিশু মৃত্যু রোধ কল্পে গৃহীত ও.আর.টি কমিউনিকেশন ক্যামপেইনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

সালাহ্ উদ্দিন ইউসুফ
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সবসময় কয়েক প্যাকেট
SMC-র ওরস্যালাইন
ঘরে রাখুন

কিনবার সময় প্যাকেটের গায়ে
- র সীল দেখে কিনুন
SMC